মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. KOL RMS/474/2016-18
Published on 3rd April , 2018

April, 2018 Volume-IV, Issue-II | 8 Pages, Rs. 2.00 | Regd. No-WBBEN/2015/63375

এক পলকে দেশ

ঐতিহাসিক রায়

নয়াদিল্লি-সম্মানজনক অনিবার্য মৃত্যুর প্রশ্নকে অগ্রাধিকার এবং তার জন্য আগাম উইল করার অধিকারকে স্বীকৃতি দিল সুপ্রিম কোর্ট।

জনস্রোত মুম্বইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি-'সর্ব ভারতীয় কিষাণ সভা'-র উদ্যোগে ১২ দফা দাবি আদায়ের জন্য ৬ দিনে ১৮০ কিমি পথ হাঁটলেন কৃষকরা। কৃষকদের সব দাবি মানলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী।

শপথ ত্রিপুরায়

নিজস্ব প্রতিনিধি-ত্রিপুরায় বিধানসভা ভোটে বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেয়ে জয়ী হয়েছে বিজেপি। ৯ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন বিপ্লব দেব।

ফের জালিয়াতি

নয়াদিল্লি-আরেক দফা জালিয়াতি। অভিযুক্ত কনিষ্ক গোল্ড প্রাইভেট লিমিটেডের মালিক ভূপেশ জৈন ও তাঁর স্ত্রী নীতা জৈন। ১৪টি ব্যাঙ্ক থেকে ৮২৪ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে তা ফেরত দেননি।

আয়ুষ্মান ভারত

নয়াদিল্লি-দরিদ্রদের চিকিৎসা ও অপারেশনের খরচ দেওয়ার প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত' (মোদী কেয়ার) কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার আনুষ্ঠানিক ছাড়পত্র পেল। এই প্রকল্পে উপকৃত হবেন ১০ কোটি দরিদ্র পরিবার।

অ্যানালিটিকা

নয়াদিল্লি-ব্রিটিশ সংস্থা কেমব্রিজ অ্যানালিটিকাকে নোটিশ পাঠাল মোদী সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রক। জবাব না পেলে অহিনি পদক্ষেপ করার হুমকিও দেওয়া হয়েছে।

অন্নপূর্ণারা হাজির গণদেবতাদের মন্দিরে

টালা প্রত্যাশা ক্লাবে খাদ্যসামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে মানবপুজোর অনুষ্ঠানে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যবৃন্দ। বিস্তারিত খবর দ্বিতীয় পাতায়। ছবি : সন্দীপ মিল

শ্রদ্ধাঞ্জলি

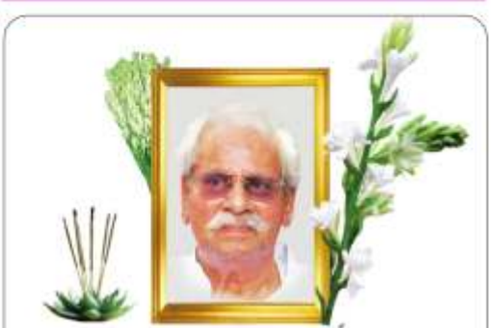

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রতিম চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণে আমরা গভীর শোকাহত।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যবৃন্দ এবং সেরাম গ্রুপ

ফেডারেশন হারাল প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সভাপতি এবং রাজ্যের প্রাক্তন দমকল মন্ত্রী প্রতিম চট্টোপাধ্যায়-এর ১৮ মার্চ, রবিবার জীবনাবসান হয়েছে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। সংগঠনের জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিম চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সভাপতি। এই সংগঠনের প্রতিটি কাজে তাঁর একান্ত আগ্রহ এবং দক্ষতা প্রশ্নাতীত। একাধারে তিনি ছিলেন দক্ষ সংগঠক, সৃজনশীল কবি, সাহিত্যপ্রেমী, চলচ্চিত্র অভিনেতা, জহুরী, পরিপক্ক রাজনীতিবিদ্ এবং সর্বশেষে দক্ষ সংগঠক। প্রতিম চট্টোপাধ্যায় প্রয়াণে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন হারাল একনিষ্ঠ দরদীকে।

সুন্দরবনে নিখরচায় চিকিৎসা শিবির

স্বাস্থ্য সচেতনতার পারদ চড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে এবং রাজ্য সরকারের বনবিভাগের অধীন সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ-এর সহযোগিতায় ২২ মার্চ সুন্দরবনের ঝড়খালিতে নিখরচায় স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হল। ঝড়খালিতে এবারের শিবির নিয়ে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন তাদের চতুর্থ স্বাস্থ্য শিবির পরিচালনা করল। অতীতের শিবিরগুলো থেকে এবারের শিবিরটি ছিল একটু স্বতন্ত্র। এই শিবিরে চোখ এবং ত্বকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নদীমাতৃক এলাকা সুন্দরবনের মানুষের চোখ ও ত্বকের রোগের প্রকোপটা একটু বেশি। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন রাজ্য সরকারের আহ্বানে এই চিকিৎসা শিবিরগুলো নিখরচায় করে থাকে। শিবিরে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের নিয়ে গিয়ে রোগীদের পরীক্ষা এবং ওষুধ প্রদানের কাজটি সুচারুরূপে পরিচালনা করা হয়।

এছাড়া এবারের শিবিরে সুন্দরবনের সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল আগের তুলনায় বেশি। কারণ ঝড়খালিতে বন উৎসব চলছিল। গত শিবিরে যেসব রোগী এসেছিলেন তাদের বিভিন্ন পরীক্ষার রিপোর্ট সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন নিজ দায়িত্বে তাদের কাছে পৌঁছে দেয়। সেই রিপোর্ট এবারের শিবিরে ডাক্তারদের কাছে বোঝার জন্য নিয়ে এসেছিলেন অনেকে।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন জন্মলগ্ন থেকেই মারণরোগ থ্যালাসেমিয়া বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে।

এরপর ২-এর পাতায়

এক পলকে রাজ্য

চিকিৎসায় বাঁধা দর

নিজস্ব প্রতিনিধি-বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ন্ত্রণের জন্য খরচ বেঁধে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য সরকার। এবিষয়ে খসড়া চূড়ান্ত করার কাজ চলছে।

গেট-এ বাঙালি

নিজস্ব প্রতিনিধি-সর্বভারতীয় পরীক্ষা গেট-এ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন ছাত্র দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে জায়গা করে নিলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য তাদের শুভেচ্ছা জানান।

জুলাইতে ভোট

নিজস্ব প্রতিনিধি-বীরভূমের প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য থেকে রাজ্য পঞ্চায়েত ভোটের আভাস পাওয়া গেছে। আগামী জুলাই বা আগস্টে হতে চলেছে সেই ভোট।

অস্বাভাবিক

নিজস্ব প্রতিনিধি- রাজ্য সীমান্ত লাগোয়া অঞ্চলগুলির ১৩২টি কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা 'অস্বাভাবিক'। ১০ জানুয়ারিতে প্রকাশিত ভোটার তালিকায় এই ছবি ফুটে উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত নির্বাচন কমিশন।

দুশ্চিন্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি-নতুন বছরের প্রথম দিন থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত একটি জেলাতে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ৩১। স্বাস্থ্য দপ্তরের মার্কশিট সেকথাই বলছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেও ডেঙ্গি নিধনের কাজে ঢিলেমি চলছে।

হাল্কা মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি- পঞ্চায়েত ভোটের আগেই দক্ষিণ ২৪ পরগণার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলেন মেয়র শোভন চট্টো-পাধ্যায়। তাঁর জায়গায় আসতে পারেন শুভাশিস চক্রবর্তী।

চাকরির বন্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি- পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ১৩ হাজারের বেশি লোক নিয়োগ করা হবে। ২৩ মার্চ মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এখানে - ওখানে

ফাগুন উৎসবে ব্যাপক সাড়া

ফাগুন উৎসবের মঞ্চে সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যের সঙ্গে রয়েছেন ইন্দ্রনীল চাটার্জি, সুকান্ত ঘোষাল, মানবেন্দ্র সরকার, কিষাণ জয়সওয়াল, কমলকৃষ্ণ ধর, সুদীপা কর্মকার ও শীলা নন্দী সহ অন্যান্যরা। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনও প্রতি বছরের মত এবারও ২৭ ফেব্রুয়ারিতে সংগঠনের অডিটোরিয়ামে আয়োজন করেছিল ফাগুন উৎসবের। বসন্ত উৎসবেরই নতুন নামকরণ। দোল পূর্ণিমার ঠিক একদিন আগে অনুষ্ঠিত এই ফাগুন উৎসবেও ছিল রংয়ের ছ'টা। সংগঠনের তরফ থেকে আগত অতিথি ও অভ্যাগতদের কপালে আবিরের টিপ লাগিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়েছে। ফাগুন উৎসবের সূচনা করেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। রাধামাধবকে অর্চনা করে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন খ্যাতনামা সঞ্চালক গৌতম সুন্দর। অনুষ্ঠানটি ব্যবস্থাপনায় 'আহান' সকলের নজর কেড়েছে।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের ফাগুন উৎসব মানেই একগুচ্ছ প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের মিলন ক্ষেত্র। মূল অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রয়াত সংগীত শিল্পী জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, চলচ্চিত্র শিল্পী সুপ্রিয়া দেবী এবং বলিউডের প্রয়াত নায়িকা শ্রীদেবীর স্মৃতি উদ্দেশ্যে সম্মান জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ফাগুন উৎসবের মধ্যেই সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে শিক্ষাবিদ বিনয়কুমার ঘোষকে এবং কাঁটাপুকুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সদস্যদের। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককেই তাদের স্ব স্ব পরিবেশনার পরে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল বহু ক্লাব সংগঠন এবং অন্যান্য সংগঠনের প্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য রাখেন দূরদর্শনের আধিকারিক অরুময় বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যে থেকে শুরু করে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত চলা ফাগুন উৎসবের রং মেখে দর্শকরা বাড়ি ফিরে যান।

কলেজে প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি-আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বোস কলেজ এন এস এস-এর বিশেষ শিবিরে ২১ ফেব্রুয়ারিতে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা নিয়ে শিবির পরিচালনা করল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। শিবিরে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র মাইতি, এন এস এস-প্রধান ডঃ ডলি সাহা।

বেদিয়াপাড়ায় রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি-বেদিয়াপাড়া রেল কোয়ার্টারে ১১ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে ৯ মার্চ অনুষ্ঠিত হল রক্তদান উৎসবসহ থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা কর্মসূচী নিয়ে জন সচেতনতা শিবির এবং থ্যালাসেমিয়া বাহকের রক্ত পরীক্ষা কর্মসূচী পরিচালনা করেন সেরাম থ্যালা সেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। অনুষ্ঠানে থ্যালা সেমিয়ার ওপর বক্তব্য রাখেন এবং কুইজ পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য আশীষ সাহা। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে শিবিরে ৭৪ জন ছাত্রছাত্রীর বাহক রক্ত পরীক্ষা করা হয়। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর ভোপা পান্ডে এবং স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী স্নিগ্ধা দেবনাথ।

কাশীপুর সেবার রক্তদান উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি-কাশীপুর সেবা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি উদ্যোগে তিন দিন ব্যাপী উৎসবের মধ্যে ১৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হল রক্তদান উৎসব। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য, কিষাণ জয়সওয়াল, ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি, তিনকড়ি দত্ত ও সুশান্ত ঘোষসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

সমাজকল্যাণ সংঘের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি-হুগলির জাঙ্গি পাড়ায় বোড়হল সমাজকল্যাণ সংঘের উদ্যোগে ৪ মার্চ দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এই অনুষ্ঠানের মাঝে সংগঠনের উদ্যোক্তারা আয়োজন করেছিলেন থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং বাহক রক্তপরীক্ষা। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে সচেতনতা শিবিরে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। থ্যালাসেমিয়া নিয়ে কুইজ পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য আশীষ সাহা। অনুষ্ঠানে আহ্বায়ক সংগঠনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। সহ সভাপতি সৌমাকান্তি খাঁ, সম্পাদক রীতেশ ঘোষ এবং শ্রবণ সাহাসহ অন্যান্যরা।

হরিসাহা হাটে ব্যবসায়ীদের রক্তদান উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি-হরিসাহা হাট ক্ষুদ্র ওস্তাগার ও পাইকারি ব্যবসায়ী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হল রক্তদান উৎসব। উৎসবে সমিতির সদস্যদের পরিবারের সদস্যরা রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের তরফ থেকে সচেতনতা শিবিরে বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। থ্যালাসেমিয়া মত মারণ রোগ প্রতিরোধ করার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানান। থ্যালাসেমিয়া নিয়ে কুইজ পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য আশীষ সাহা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী সমিতির কানাইলাল পোদ্দারসহ অন্যান্যরা।

হকার্সদের রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি-১৮ মার্চে বিধান সরণী হকার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম রক্তদান শিবির উদ্‌যাপিত হল মহা-সমারোহে। এই উৎসবে অ্যাসো-সিয়েশনের সদস্যরা রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

সুন্দরবনে নিখরচায় চিকিৎসা শিবির

স্বাস্থ্য সচেতনতার পারদ চড়ছে

রাজ্যব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব সংগঠন সহ সামাজিক প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রণে এই সংগঠন থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং রক্তবাহক পরীক্ষার আয়োজন করে। সংগঠনের কর্মধারাকে বহুমুখী শাখায় প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে সরকারের সহযোগিতায় সম্প্রতি বিভিন্ন এলাকায় নিখরচায় স্বাস্থ্য শিবির করছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন।

রাজ্য সরকারের বনমন্ত্রকের সহযোগিতায় সুন্দরবনের ঝড়খালিতে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে চোখ ও ত্বকের ওপর নিখরচায় চিকিৎসা শিবিরে উপস্থিত রোগীরা। নিজস্ব চিত্র

বন উৎসবকে কেন্দ্র করে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। বন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী বিনয় বর্মন। সংশ্লিষ্ট সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, বিধায়ক গোবিন্দ নস্কর সহ সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ারের আধিকারিকবৃন্দ। এই শিবিরে রোগীদের চিকিৎসার কাজে যুক্ত ছিলেন ডাঃ চন্দ্রকান্ত কুকরী, সহকারী কুন্তল চক্রবর্তী, শ্যামলেন্দু মাইতি, শুভজিৎ দাস, বি. এল. ঘোষ এবং পার্থ চ্যাটার্জি। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশনের সহ-সভাপতি ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি এবং সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য সমগ্র শিবিরটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন।

অন্নপূর্ণারা গণদেবতার ঘরে

অন্নপূর্ণার হাতে শিবের অন্নগ্রহণ-এর পুরাণ কাহিনী নিয়ে পথনাটিকা। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ব্যবসায়ী প্রদানের মাধ্যমে মানব পুজোর অনুষ্ঠানে দর্শকবৃন্দ। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-ত্রিলোকের অধীশ্বর মহাদেবকেও ভিক্ষের জ্বালায় অন্নপাত্র নিয়ে কাশীতে ছুটতে হয়েছিল অন্নপূর্ণার কাছে। আত্মশ্লাঘা ত্যাগ করে শিবকেও বলতে হয়েছিল, জগতের সব কিছুই 'মায়া' নয়। স্বামীর আত্মোপলব্ধিতে যৎপরনাস্তি খুশী হয়ে অন্নপূর্ণা নিজের হাতে স্বামীকে অন্ন খাইয়ে দেন। ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপটের ক্যানভাসে ২৪ মার্চ কলকাতার পাঁচটি জায়গায় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে জীবন্ত অন্নপূর্ণারা হাতে করে খাদ্যসামগ্রী তুলে দিয়েছেন গণদেবতাদের হাতে।

কলকাতার টালা প্রত্যুষা ক্লাব, বাগবাজার হরলাল অ্যাথেলেটিক ক্লাব শোভাবাজারে শিক্ষা এডুকেশনাল ট্রাস্ট, মানিকতলায় দিগন্ত ব্যায়ামাগার কলেজস্ট্রিটে তরুণ তীর্থ ক্লাব প্রাঙ্গনে এই খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হয়। নাটকটি রচনা, নির্দেশনা, পরিচালনা ও প্রযোজনা করেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। শিব এবং পার্বতীর (অন্নপূর্ণা) ভূমিকায় অভিনয় করেন যথাক্রমে ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী ও রিক্তা বিশ্বাস, পুরোহিতের ভূমিকায় ছিলেন শরদিন্দু চ্যাটার্জি এবং দুই ভিক্ষুকের চরিত্রে অভিনয় করেন মলিন কুমার দত্ত এবং শম্ভু চরণ দে। প্রম্পটিং শোভনা চক্রবর্তী এবং ভাষ্যপাঠে ছিলেন তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌমিতা পাল।

পদব্রজে নিবেদিতার অনুষ্ঠানে

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম সংঘের উদ্যোগে ভগিনী নিবেদিতার সার্ধ শতবর্ষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাগবাজার থেকে স্টার থিয়েটার পর্যন্ত সন্ন্যাসীদের পদযাত্রায় সামিল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন ও সেরাম পরিবারের সদস্যরা। নিজস্ব চিত্র

সুমদ্রম মার্চ ২০১৮ সংখ্যায় উত্তর সম্পাদকীয়তে লেখক কালিদাস চক্রবর্তী-র নামটি কালিপদ চক্রবর্তী ছাপা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

বিমান ভেঙে হত ৫০ যাত্রী

নেপালের ত্রিভুবন বিমানবন্দরে আছড়ে পড়ল বাংলাদেশের বিমান।

কাঠমাণ্ডু-নেপালের ত্রিভুবন বিমানবন্দরে নামার সময় ভেঙে পড়ল বাংলাদেশি বিমান। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পর আগুনে পুড়ে যায় বিমানটি। মারা গেলেন অন্তত ৫০ জন যাত্রী। বাংলাদেশের বিমানসংস্থা ইউ এস বাংলা এয়ারলাইন্সের এই বিমানে ৬৭ জন যাত্রী ও ৪ জন বিমানকর্মী ছিলেন। ১২ ফেব্রুয়ারি দুপুর সোয়া দুটোর সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। কেন দুর্ঘটনা, স্পষ্ট নয়। নেপালের বিমান পরিবহন নিয়ন্ত্রক সংস্থার ডিরেক্টর সঞ্জীব গৌতম জানিয়েছেন, নির্দেশ না মেনে বিমানটি উল্টোদিক থেকে বিমানবন্দরে নামে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিঙ্গাপুর সফর করলেন। তাঁর সফরকে স্মরণীয় করে রাখতে সেখানকার বোটানিক গার্ডেনে একটি নতুন অর্কিড ফুলের নাম রাখা হয়েছে হাসিনা।

প্রতিরক্ষায় খরচ বৃদ্ধি

বেজিং-প্রতিরক্ষাখাতে গতবারের বাজেটের তুলনায় ৮ শতাংশ বরাদ্দ বাড়ছে প্রতিরক্ষা খাতে, যার পরিমাণ ১৭,৫০০ কোটি ডলার। বর্তমানে প্রতিরক্ষা খাতে সবচেয়ে বেশি খরচ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভারতের থেকে প্রায় তিনগুণ বেশি বরাদ্দ চিনের

আমৃত্যু শীর্ষে

বেজিং-চিনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমৃত্যু ক্ষমতায় থাকবেন জাই জিংকিং। প্রেসিডেন্টকে এই ক্ষমতা দিল দেশের আইনসভা।

সাগরপারের টুকিটাকি

পাক সেনেটে প্রথম হিন্দু মহিলা

করাচি-মুসলিম প্রধান দেশ পাকিস্তান। সেই দেশেই অবিস্মরণীয় কাণ্ড। সেনেটের হিসেবে এই প্রথম নির্বাচিত হলেন একজন হিন্দু দলিত মহিলা। সেনেটর হিসেবে তাঁর প্রধান কাজ এখন পাকিস্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু করা এবং দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা।

অস্কারের মঞ্চে মুক্তোর ছটা

লস অ্যাঞ্জেলস-নব্বই বছর পার করল অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস। পুরস্কার প্রাপকদের তালিকায় মহিলাদের সংখ্যা খুবই কম। ধীরে ধীরে অবশ্য পুরানো মিথ ভাঙছে। অস্কার ইতিহাসে এই প্রথম সিনেম্যাটোগ্রাফিতে কোনও মহিলা মনোনয়ন পেলেন। মাডবাউন্ড ছবির জন্য রেচেল মরিসন। তিনি অবশ্য কোনও খেতাব জেতেননি। এবার সেরা ছবি হয়েছে, 'দ্য শেপ অব ওয়াটার'। সেরা অভিনেত্রী ফ্রান্সিস ম্যাকডোরম্যান্ড সেরা অভিনেতা গ্যারি ওল্ডম্যান, সেরা তথ্যচিত্র আইফেরাস। এবার অস্কারের মঞ্চে স্মরণ করা হল সদ্যপ্রয়াত বলিউড অভিনেত্রী শ্রী দেবীকে এবং অভিনেতা শশী কাপুরকে।

ইতালির ভোটে নতুন হাওয়া

রোম-ইতালির ভোটে এবার পাল্লা ভারি প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোটের। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্ষমতাবৃদ্ধির বিপক্ষে প্রতিষ্ঠান বিরোধী দল 'ফাইভ স্টার মুভমেন্ট' এক তৃতীয়াংশ ভোট পেয়েছে। একক দল হিসেবে তাদের ঝুলিতে এখন সবচেয়ে বেশি ভোট। ফাইভ স্টার দলের নেতারা জানান, তাঁরা যে কোনও দলের সঙ্গে জোটে যেতে প্রস্তুত। ভোট বিশেষজ্ঞদের মতে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছে এই জোট বিপদের বার্তা নিয়ে আসছে। পূর্বতন শাসক দল পিডি এবার মাত্র ১৮.৯ শতাংশ ভোট পেয়েছে।

একাই পুতিন

মস্কো-৭৭ শতাংশ ভোট পেয়ে চতুর্থবারের জন্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন ভ্লাদিমির পুতিন। আরও ছ'বছরের জন্য ক্রেমলিনের দখল তাঁর হাতেই রইল। দেশের যুবকদের অধিকাংশ ভোট পেয়েছেন পুতিন।

সাদ্দামকে নিয়ে

ইরাক-ইরাক সরকার সম্প্রতি দেশের প্রয়াত শাসক সাদ্দাম হুসেনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। এর সঙ্গে সাদ্দামের শাসনকালে ৪২০০ অফিসারের সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ১৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

প্রঃ মাথাব্যথার কারণ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে জানতে চাই?

সমীর দত্ত, ঢাকুরিয়া

মাথাব্যথা

মাথাব্যথা খুবই সাংঘাতিক জিনিস। এ যার হয় সেই এর যন্ত্রণা বুঝতে পারে। নানা কারণে মাথা ব্যথা হতে পারে। সঠিকভাবে কারণ জানা গেলে ঠিকঠাক চিকিৎসা করা যায়। সুতরাং মাথাব্যথার সাধারণ কারণগুলি সম্বন্ধে আমাদের ভালোভাবে জানা দরকার-সে বিষয়ে জানালেন ডা. প্রভাত ভট্টাচার্য্য।

উত্তেজনাজনিত মাথাব্যথা

সাধারণ মাথায় দু'দিকেই হয় এবং মহিলাদের ক্ষেত্রেই বেশি দেখা যায়। বেশি মানসিক উদ্বেগ এবং বিষাদ থেকে এর সৃষ্টি হয়। ঘাড়ের পিছনেও ব্যথা হতে পারে। মাথার চারপাশে কিছু চেপে আছে, এরকম মনে হয়।

মাইগ্রেন

মাথাব্যথার একটি প্রধান কারণ। এটি মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। মাথা দপদপ করার মত যন্ত্রণা হয়। মাথার একদিকে বা দুদিকেই হতে পারে। এর সঙ্গে বমি বা বমির ভাব, চোখে ধোঁয়া দেখা বা কালো দাগ দেখা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি। অনিদ্রা, উত্তেজনা, জোরাল আলো, খিদে পাওয়া, পিরিয়ড প্রভৃতি এর আক্রমণ ডেকে আনতে পারে।

মাইগ্রেনের কারণ সঠিকভাবে না জানা গেলেও মনে করা হয় জেনেটিক, স্নায়ু সংক্রান্ত বা রক্তনালীর অস্বাভাবিকতা সংক্রান্ত কারণ এর সঙ্গে জড়িত আছে। মাইগ্রেনের ব্যথা অল্প হতে পারে, আবার এত সংঘাতিক হতে পারে যে, কাজ করাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ব্যথা ঘন ঘন হতে পারে, আবার কিছু বাদে বাদেও হতে পারে।

মাথায় আঘাতজনিত মাথাব্যথা

মাথায় আঘাত লাগলে তারপর মাথাব্যথা হয়ে থাকে। আঘাতের মাত্রা অনুযায়ী মাথাব্যথা অল্প অথবা খুব বেশি হতে পারে।

আবার অনেক সময় আঘাত লাগার অনেকদিন পর পর্যন্ত মাথাব্যথা থাকে।

ব্রেন টিউমার

মাথাব্যথা ব্রেন টিউমারের অন্যতম প্রধান উপসর্গ। এই ব্যথা কনকনে এবং ক্রমাগত চলতে থাকে এবং অনেকক্ষেত্রেই এর সঙ্গে বমি বা বমির ভাব থাকে। কখনও কখনও এত ব্যথা হয় যে ঘুমানো যায় না।

মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ

এখানে তীব্র মাথা ব্যথা হয়। বমি হতে পারে। আচ্ছন্নভাব দেখা যেতে পারে। অনেকক্ষেত্রেই অবস্থা বেশ গুরুতর আকার নেয়।

মস্তিষ্ক ও আশেপাশের ইনফেকশন

মেনিনজাইটিস বা এনকেফেলাইটিস থেকেও মাথাব্যথা হতে পারে। এই ব্যথাও খুব তীব্র হয়। এর সঙ্গে সাধারণত ঘাড় শক্ত হয়ে যায়। আচ্ছন্নভাব বা বমি দেখা দিতে পারে। জ্বর প্রায় সবক্ষেত্রেই থাকে। এও খুব সাংঘাতিক হয়।

মুখমণ্ডলের অন্যান্য অংশের অসুবিধার জন্য মাথাব্যথা

চোখ, কান, নাক, সাইনাস, দাঁত প্রভৃতির সমস্যা হলেও মাথাব্যথা হতে পারে। যেমন—চোখের ইনফেকশন, গ্লুকোমা, কানের ইনফেকশন, দাঁত ও মাড়ির ইনফেকশন, সাইনুসাইটিস প্রভৃতি। এক্ষেত্রে এগুলির চিকিৎসা করলে মাথাব্যথা কমে যায়। এছাড়াও আরও কিছু কারণ আছে। যেগুলি এখানে আলোচনা করার অবকাশ নেই।

রোগনির্ণয়

রোগীর উপসর্গগুলি ভালো করে বিশ্লেষণ করতে হবে। তারপর তাকে ভালো করে শারীরিক পরীক্ষা করতে হবে। মাথার সিটি স্ক্যান ও এম আর আই পরীক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া রক্তপরীক্ষা, চোখ পরীক্ষা ব্রেনের ইনফেকশন সন্দেহ হলে CSF পরীক্ষা প্রভৃতি করা দরকার।

চিকিৎসা

মাথাব্যথা হলে তাৎক্ষণিক আরামের জন্য ব্যথা নিরোধক ওষুধ। যেমন—প্যারাসিটামল, অ্যাসপিরিন, ডাইক্লোফেনাক প্রভৃতি খাওয়া যেতে পারে। সঙ্গে বমি হলে তার ওষুধ, যেমন—ডোমপেরিডন, মেটোক্লোপ্রমাইড প্রভৃতি খেতে হয়।

মাথাব্যথার কারণ আগে জানতে হবে। যদি টেনশন থেকে মাথাব্যথা হয়, তবে সেডেটিভ বা অ্যান্টি ডিপ্রেশন্ট ওষুধ খেতে হয়। এছাড়াও রিল্যাক্সেসন, কাউন্সেলিং প্রভৃতির দরকার হয়। মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া উচিত।

মাইগ্রেন মনে হলে তা যাতে বারবার না হয়, তার জন্য ওষুধ খেতে হবে। যেমন—সিনারাজিন প্রোপানোলল, অ্যামিট্রিপটিলিন প্রভৃতি।

মাথায় আঘাত লাগলে রোগীর অবস্থা ভালো করে বিশ্লেষণ করতে হবে। মাথার সিটি স্ক্যান করিয়ে নেওয়া ভালো। যদি রক্তক্ষরণ দেখা যায়, তবে হসপিটালে ভর্তি করা দরকার। অনেকক্ষেত্রে অপারেশন করা জরুরি হয়ে পড়ে।

ব্রেন টিউমার ধরা পড়লে তার চিকিৎসা করতে হবে। নানারকমের টিউমার হয়। স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ এবং শল্যচিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বায়োপসি করার পর প্রয়োজন অনুযায়ী অপারেশন রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি প্রভৃতি দিতে হয়।

মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হলে রোগীকে হসপিটালে ভর্তি করতে হবে। উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা কমাতে হবে এবং ম্যানিটল প্রভৃতির সাহায্যে মস্তিষ্কের ভেতরে চাপ কমাতে হবে। কখনও আবার শল্যচিকিৎসা করে জমাট বাঁধা রক্ত বের করতে হয়।

মেনিনজাইটিস বা এনকেফেলাইটিস ধরা পড়লে অ্যান্টিবায়োটিক এবং আনুষঙ্গিক চিকিৎসা চালাতে হয়। চোখ, কান, দাঁত, সাইনাস প্রভৃতি রোগ হলে তার চিকিৎসা করলে মাথাব্যথা সেরে যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মাথাব্যথা খুব সামান্য কারণেও হতে পারে আবার খুব গুরুতর কারণের জন্যও হতে পারে। কাজেই মাথাব্যথা হলে কখনও অবহেলা করা উচিত নয় এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সঠিক কারণ নির্ণয় করে তার যথাযথ চিকিৎসা করা দরকার।

প্রঃ গলস্টোন হলে কি অপারেশন করতেই হয়? এর কি কোনও ওষুধ নেই?

শুভ্রা ব্যানার্জি, ভবানীপুর

উঃ গলস্টোন বা পিত্তথলির পাথর হলে সাধারণতঃ অপারেশন করতেই হয়। কিছু ক্ষেত্রে আরসোডি অক্সিকোলিক অ্যাসিড (Ursode oxycholic Acid or UDCA) খাওয়ালে গলস্টোন ছোট হয়ে বা মিশিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এটা খুব অল্পক্ষেত্রেই সম্ভব হয়, তাছাড়া গলস্টোন আবার ফিরে আসতে পারে। তাই এই চিকিৎসা খুব একটা জনপ্রিয় নয়।

কিছু ক্ষেত্রে অপারেশন এত জরুরি নয়, যেমন, যদি ব্যথা বা অন্য কোন উপসর্গ না থাকে। খুব বড় গলস্টোন হলে বা গলব্লাডারের অস্বাভাবিকতা থাকলে অপারেশন করিয়ে নেওয়াই ভালো।

পৃষ্ঠা-৩

সম্পাদকীয়

শিক্ষা : বিকল্প ভাবনার প্রয়োজন

এই শহরেই পঁচাত্তরটি স্কুল বন্ধ হওয়ার মুখে। খবরটি অত্যন্ত অনুতাপের। দেখা যাচ্ছে কিছু স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা ৬/৭। আবার কোথাও ৭/৮ জন। স্কুলে কোনও ছাত্র নেই। হিন্দু অ্যাকাডেমি বা বঙ্গবাসী হাইস্কুলের ছবিটা এরকমই। অনেকে হয়তো স্কুলগুলির নামের সঙ্গে অতটা পরিচিত নন। যদিও শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, ওই স্কুলগুলি বন্ধ হবে না। ওদের পরিকাঠামোর উন্নতিসাধন করা হবে। সরকার ইংরেজি মাধ্যম স্কুল চালু করার প্রয়াস নিয়েছে। কিন্তু তাতে সময়ের কোনও উল্লেখ নেই। খুব সাধারণ বুদ্ধিতে বাজার অর্থনীতির দিক থেকে দেখতে গেলে বলা ভাল, যেসব স্কুলে ছাত্র আসছে না, তা বন্ধ করে দেওয়াই শ্রেয়। স্কুল শিক্ষার বিষয়ে অবশ্য এসব যুক্তির বাইরেও কিছু বিবেচনা থেকে যায়। একটি স্কুল গড়ে তুলতে সময় এবং প্রাথমিক অর্থের প্রয়োজন হয়। কাজেই স্কুলে তালা ঝোলাবার আগে বিশদে তা নিয়ে চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। ফলে ছাত্রশূন্য স্কুলগুলিকে ছাত্রপূর্ণ করার চিন্তাটি সর্বাগ্রে করা প্রয়োজন। সরকারও সেরূপ ভাবতে শুরু করেছে।

ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলির প্রতি অভিভাবক/অভিভাবিকাদের দুর্বলতা সর্বজনবিদিত। সরকারি বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলি ধুঁকছে অথচ সদ্য গজিয়ে ওঠা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিতে রমরমা অবস্থা। এই অবস্থায় সরকার পরিচালিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলি চালু হলে তা কতটা ফলপ্রসূ হবে, তা এখনই বলা কঠিন। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকেও গুরুত্ব দিতে হবে। যদিও বিষয় হিসেবে বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষার বিষয়ে কোনও বিরোধ নেই। প্রয়োজন শিক্ষাদাতাদের আরও প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করা, ইংরেজিতে কিছু নতুন দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করা। ছাত্রাভাবে যে সব স্কুলগুলো বন্ধ হতে চলেছে। সেখানেই এই পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজটি করলে সমস্যাটি ভাল করে বোঝা যেতে পারে।

স্কুলগুলোতে ইংরেজি শিক্ষার দাবি-ই একমাত্র নির্ণায়ক বিষয় নয়। এমনকী বন্ধ হওয়ার মুখে শহরের পঁচাত্তরটি স্কুলও এই কারণে ধুঁকছে, তা ভাবার কোনও জায়গা নেই। দেখা যাবে ওসব স্কুলগুলোর আশেপাশে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলোতে যথেষ্ট ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। বিচার্য বিষয়ের মধ্যে অবশ্যই রাখতে হবে স্কুল বাড়িটি এবং ক্লাসঘরগুলোর অবস্থা কোন পর্যায়ে? শৌচাগার এবং পানীয় জলের বন্দোবস্ত কেমন? বর্ষার মরশুমে স্কুলে যাওয়ার সমস্যা আছে কিনা? স্কুলের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার পরিস্থিতি কি? শিক্ষকরা কতখানি নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন? রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের পরিমাপটা কতখানি? অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, একজন প্রধান শিক্ষকের সুনামের ওপরেই স্কুল চলছে দাপটের সঙ্গে। সেকারণে বলা যায়, শুধু ইংরেজি শিক্ষার ওপর জোর নয়, উন্নত প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে তার সঙ্গে শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিবেশকে দূষণহীন করতে হবে। শিক্ষাকে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে এবং শিক্ষার মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সরকারি স্কুলের কিন্তু জুড়ি নেই।

সাধন

স্বামী বিবেকানন্দ

অনন্তের কিয়দংশ আমাদের জ্ঞানের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছে, উহাকেই আমরা জগৎ বলিয়া থাকি। তাহা হইলেই দেখা গেল যে, জগতের অতীত প্রদেশে এক অনন্ত সত্তা রহিয়াছে। ধর্ম্ম এই উভয় বিষয় অর্থাৎ এই ক্ষুদ্রপিণ্ড, যাহাকে আমরা জগৎ বলি, আর জগতের অতীত অনন্ত সত্তা, এই উভয় লইয়াই ব্যাপৃত। যে ধর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে কেবল একটাকে লইয়াই ব্যাপৃত, তাহা অবশ্যই অসম্পূর্ণ। ধর্ম্ম এই উভয়-বিষয়ক হওয়াই আবশ্যক। অনন্তের যে ভাগ আমাদিগের এই জ্ঞানের ভিতর দিয়া অনুভব করিতেছি, যাহা দেশ কাল নিমিত্ত রূপ চক্রের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে, ধর্ম্ম-শাস্ত্রের যে অংশ ইহার বিষয় লইয়া ব্যাপৃত, তাহা আমাদের সহজে বোধ-গম্য হয়, কারণ, আমরা ত পূর্ব্ব হইতেই উহার বিষয় জ্ঞাত আছি, আর এই জগতের ভাব অনন্ত-কাল হইতে আমাদের পরিচিত। কিন্তু যে অংশ অনন্তের বিষয় লইয়া ব্যাপৃত, তাহা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন, সেই জন্য উহার চিন্তায় মস্তিষ্কের মধ্যে নূতন প্রণালী গঠিত হইতে থাকে, উহার সমুদয় শরীরটাই যেন উলটিয়া পালটিয়া যায়, সেই জন্য সাধনা করিতে গিয়া সাধারণ লোকে প্রথমটা যেন আপনাদের চির-পরিচিত পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যায়। যথাসম্ভব এই বিঘ্ন বাধাগুলি যাহাতে না আইসে, তজ্জন্যই পতঞ্জলি এই সকল উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহাতে আমরা উহাদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া লইয়া যাহা আমাদিগের সম্পূর্ণ উপযোগী, তাহারই সাধন করিতে পারি।

স্বামী বিবেকানন্দ-যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিক প্রখর করে নাই, তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে। তেলা মাথায় তেল দেওয়া পাগলের কর্ম।

নাগুমি ক্লাইন-গণতন্ত্র কেবলমাত্র ভোট দেওয়ার অধিকার নয়, তা হল স্বমর্যাদায় জীবনযাপনের অধিকার।

বিষ্ণু দে-কত বুলবুলি খেল কত ধান, কত মা গাহিল বর্গীর গান, তবু বেঁচে থাকে অমর প্রাণ, এ-জনতার।

মাসতামামি

১ এপ্রিল — দেশে আয়কর আইন চালু ১৮৬৯।
দেশের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত ১৯১২।
কলকাতা মেডিকেল কলেজে কাজ শুরু ১৮৩৯।
কলকাতার যাদুঘর স্থাপিত ১৮৭৮।

২ এপ্রিল — গায়ক বড়ে গোলাম আলি খান-এর জন্ম ১৯০২।
রক্ত সঞ্চালনের আবিষ্কর্তা উইলিয়াম হার্ভের জন্ম ১৫৭৮।

৩ এপ্রিল — ভারতে কম্পিউটার চালু ১৯৬৬।
ভিক্টোরিয়াকে ভারতের রানী হিসেবে ঘোষণা ১৮৫৭।
ছত্রপতি শিবাজীর মৃত্যু রায়গড় দুর্গে ১৬৮০।

৪ এপ্রিল — জুলফিকার আলি ভুট্টোর ফাঁসি ১৯৭৯।
ভারতের মহাকাশচারী রাকেশ শর্মার চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ ১৯৮৪।

৫ এপ্রিল — লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দিতে মহাত্মা গান্ধী ডান্ডি পৌঁছলেন ১৯৩০।

৬ এপ্রিল — ভারতে জাপানীদের বোমাবর্ষণ ১৯৪২।

৭ এপ্রিল — পণ্ডিত রবিশঙ্করের জন্ম ১৯২০।
কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের জন্ম ১৭৭০।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা স্থাপিত (হু) ১৯৪৮।

৮ এপ্রিল — বিপ্লবী মঙ্গল পান্ডের ফাঁসি ১৮৫৭।
সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৩৮।
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নেহরু লিয়াকৎ চুক্তি স্বাক্ষর ১৯৫০।

৯ এপ্রিল — পল রবসনের জন্ম ১৮৯৮।
ভারত-পাক যুদ্ধ ১৯৬৫।
মাত্র কুড়ি বছর বয়সে সিরাউদ্দৌল্লার সিংহাসনে আরোহন ১৭৫৬।
ইরাকের দখল নিল মার্কিন সেনা ২০০৩।

১০ এপ্রিল — ভারতের উপগ্রহ ইনস্যাট্-১-এর যাত্রা ১৯৮২।
হ্যানিম্যানের জন্ম ১৭৫৫।

১১ এপ্রিল — গায়ক কুন্দনলাল সায়গলের জন্ম ১৯০৪।
শিল্পী যামিনী রায়ের জন্ম ১৮৮৭।

১২ এপ্রিল — মহাকাশের কক্ষপথে প্রথম প্রবেশ করলেন ইউরি গ্যাগারিন ১৯৬১।
আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ শুরু ১৮৬১।

১৩ এপ্রিল — জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ১৯১৯।

১৪ এপ্রিল — বি আর আম্বেদকারের জন্ম ১৮৯১।
ওস্তাদ আলি আকবর খানের জন্ম ১৯২২।

১৫ এপ্রিল — গ্যাট চুক্তিতে ভারতের স্বাক্ষর ১৯৯৪।
লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির জন্ম ১৪৫২।
গুরু নানকের জন্ম ১৪৬৯।

১৬ এপ্রিল — ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস থেকে থানে পর্যন্ত প্রথম রেল চালু ১৮৫৩।
চার্লি চ্যাপলিনের জন্ম ১৮৮৯।

১৭ এপ্রিল — ফিদেল কাস্ত্রোকে হত্যার চক্রান্ত ব্যর্থ ১৯৬১।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও অস্থবর্তী সরকার গঠন ১৯৭১।

১৮ এপ্রিল — চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ১৯৩০।
কামপুচিয়ার স্বাধীনতা ১৯৭৫।
হেনরি ভিভিয়ান লুইস ডিরোজিও-র জন্ম ১৮০৯।

১৯ এপ্রিল — আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু ১৭৭৫।
ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের উৎক্ষেপন ১৯৭৫।

২০ এপ্রিল — লিগ অফ ন্যাশনস বন্ধ করে দেওয়া হল ১৯৪৬।

২১ এপ্রিল — প্রথম পানিপথের যুদ্ধ শুরু ১৫২৬।
বার্লিনে লাল ফৌজের প্রবেশ ১৯৪৫।

২২ এপ্রিল — সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করলেন সুভাষচন্দ্র বোস ১৯২১।
ভিয়েতনামে আমেরিকার বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদ ১৯৭২।

২৩ এপ্রিল — বিশ্ব পুস্তক দিবস।
উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের জন্ম ১৫৬৪।

২৪ এপ্রিল — জব চার্নক সুতানুটিতে এলেন ১৬৯০।

২৫ এপ্রিল — রেডিও-র আবিষ্কারক মার্কনির জন্ম ১৮৭৪।
দিল্লিতে টিভির রঙীন সম্প্রচার শুরু ১৯৮২।

২৬ এপ্রিল — রাশিয়াতে দুটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুর্ঘটনা ১৯৮৬।

২৭ এপ্রিল — মহিলা বিপ্লবী লতিকা, প্রতিভা, গীতা এবং অমিয়া শহীদ হলেন ১৯৪৯।
স্ত্রী শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৭৮।

২৮ এপ্রিল — জাপানী সাবমেরিনে করে সুভাষ বোস মাদাগাস্কারে গেলেন ১৯৪৩।

২৯ এপ্রিল — তিব্বত নিয়ে ভারত-চিন-চুক্তি ১৯৫৪।

৩০ এপ্রিল — ক্ষুদিরাম বোস ও প্রফুল্ল চাকী ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে বোমা মারলেন ১৯০৮।
হিটলারের আত্মহত্যা ১৯৫৪।
ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ১৯৭৫।
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ স্থাপিত ১৮৯৪।

বিনা পারিশ্রমিকের মজুর

পারিজাত বোস

পুরুষ কতর্ব্যে
পুরুষ পিতায়

পৃথিবীতে সব মা-ই খুব ভালো মা। কিন্তু পৃথিবীর সব বাবা-ই ভালো বাবা নন। মা কেন ভালো মা? তিনি আদর করেন বলে...? ভাল রাঁধেন বলে...? কাপড়-জামা ধুয়ে দেন বলে...? ঘরবাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন...? পড়াশুনার খোঁজ খবর করেন...এই জন্য?

...সম্ভবত মা হলেন একজন ব্যক্তি, যাঁর ভালো হওয়ার পেছনে কোনো কারণ লাগে না, যাঁকে ভালোবাসার জন্য শর্ত প্রযোজ্য করা হয় না। কিন্তু বাবার ক্ষেত্রে হয়। বাবা যদি ঠিকমতো আয়-রোজগার করতে না পারেন-চাহিদামতো কাপড়-চোপড় কিনে দিতে না পারেন-কম্পিউটার-ঘড়ি-মোবাইল-কসমেটিকস কিনে দিতে না পারেন...ভালো স্কুল/কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে না পারেন-এদেশ বিদেশ ঘোরাতে না পারেন-সর্বোপরি, সহ্য করতে পারুন আর না পারুন, মা-র সঙ্গে মানিয়ে চলতে না পারেন-...তিনি কোনও মতেই ভালো বাবা নন। অতএব, বাবা সম্পর্কটার সঙ্গে 'শর্তপ্রযোজ্য', শুধু শর্তই নয়, বেশ কড়াকড়া শর্ত। তাই পৃথিবীতে একটাও মন্দ মা না থাকলেও লাখ লাখ কোটি কোটি মন্দ বাবাতে গিজগিজ করছে।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, বাবা হলেন একটা পরিবারের খুব কম পারিশ্রমিকের অথবা বিনা পারিশ্রমিকে মজুর খাটা কাজের লোক। আমরা একটা মানুষকে প্রতিনিয়ত, এটা দাও, ওটা আনো, সেটা নেই কেন? ইত্যাকার দাবিদাওয়া ছুঁড়ে দিতে থাকি, সেই মানুষটা এত এত দাও, আনো, না-ই-এর মোকাবিলা একা হাতে কি করে করবেন-একবারও ভেবে দেখি না।

আবার যুগের অসুখ এই বাড়তি চাহিদার পাগলা ঘোড়াকে বশে আনতে গিয়ে তিনি যেভাবেই হোক, আর যে পথেই উপার্জনে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, তা হবে না। আপনি যতক্ষণ দু-হাতে উপার্জন করছেন, ততক্ষণ আপনি আদর্শ বাবা, কিন্তু যে মুহূর্তে প্রকাশ পেয়ে গেল, আপনার আয় উপার্জন ক্ষমতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে-অর্থাৎ আপনি অসৎ পথে উপার্জন করছেন, সেই সন্তান কিন্তু আপনার পাশে দাঁড়াবে না।

উল্টো সস্তা সিনেমার ডায়ালগ দিয়ে দেবে মুখের ওপর, 'আই হেট ইউ বাবা, তুমি আমাদের মাথা হেঁট করে দিয়েছো।' আপনি সন্তানকে শাসনে রাখতে গেলে-ডিক্টেটর, জেলাস, স্যাডিস্ট, জালিম-প্রশ্রয় দিতে গেলে-শাসন না জানা মূর্খ, যে সন্তানকে উচ্ছন্নে ঠেলে দিচ্ছে। আপনি তাদের অবাধ স্বাধীনতা না দিলে-ব্যাকডেটেড, দিয়ে ফেললে ব্যর্থ অভিভাবক। আপনি তাদের সব কাজে সমর্থন করলে 'বাবা তো কিছুই বোঝে না, খালি হ্যাঁ-য়ের সাথে হ্যাঁ মিলিয়ে যায়।' সমর্থন না করলে, 'বাবা তো কিছুই বোঝে না, খামাকা সবটাতে বাগড়া দেয়।' বাবা হলেন সেই ব্যক্তি যাঁকে সবচেয়ে সহজে ভুল বোঝা যায়, যাঁকে খুব সহজে ধরে নেওয়া যায়, সবচেয়ে ভুলভাবে উপস্থাপনা করা যায়-অন্যের কাছে তো বটেই, এমনকি নিজের কাছেও। বাবা হলেন পৃথিবীর সবচেয়ে নিঃসঙ্গ চরিত্র। যাকে সঙ্গ দেওয়াটা আদিখ্যেতা, অথচ তাঁর সঙ্গ না পাওয়াটা তারই কর্মফল।

মায়ের প্রতি সন্তানের আচরণ হল ভালবাসা। কিন্তু বাবার প্রতি সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্তব্য, শ্রদ্ধা, ভয়, প্রতিদান, পুরস্কার...এবং কখনও কখনও শুধুই দায়শোধ।

আর ঠিক এইজন্যই বারবার মনে হয় বছরে একটা দিন 'বাবা দিবস' থাকলে ভালো হত। যেদিন সংসারে এই কলুর বলদটাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়-আরে, তুমিতো আমাদেরই লোক, এত মন ছোটো করে থাক কেন?

বাবা হল সে, যাঁকে সবার সব ভুল, অন্যায় ক্ষমা করতে হবেই এবং সবার সাথে অ্যাডজাস্ট করতে হবেই, কিন্তু বাবার কোনও রেহাই নেই।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের কলকাতার সংস্কৃতি

কালিদাস চক্রবর্তী

পূর্বে প্রকাশিতের পর

সাহেবরা অফিস থেকে ফিরে দ্বিপ্রাহরিক ঘুম সেরে বিকেলে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে গঙ্গার বায়ু সেবন করবেন। তারপর সন্ধ্যার পরে ডিনার পার্টিতে যোগদান, নাচ গান, হইহুল্লোড়। বিলাতের সাহেবরা আধা বাঙালি হয়ে অনেকে এদেশে স্থায়ীভাবে থেকেছেন ফিরিঙ্গি পরিচয়ে। এদেশের বাবুরাও সাহেবে পরিণত হয়েছেন—রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে।' সেই ট্র্যাডিশন আজও চলেছে। আজও আমরা মনেপ্রাণে বিদেশীদের অনুকরণ করে চলেছি। ক্যালকাটা কালচার তার স্বকীয়ত্ব বজায় রেখেছে।

সমাপ্ত

মৃত্যুঞ্জয়ী স্টিফেন হকিং স্মরণে (১৯৪২-২০১৮)

হুইল চেয়ারে হকিং

১৯৪২ সালে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে জন্মেছিলেন স্টিফেন হকিং। ৭৬ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন তিনি। ছোট থেকেই স্নায়ুর অসুখে ভুগছিলেন। একুশে মারাত্মকভাবে দেখা দেয় মোটর নিউরোন ডিজিজ। ডাক্তাররা জানিয়েছেন এই রোগে মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের স্নায়ুকোষ ধীরে ধীরে মরে যাবে। মৃত্যু হানা দেবে খুব তাড়াতাড়ি। পড়াশুনা প্রথম অক্সফোর্ড পরে কেমব্রিজে। মৃত্যুকে তুচ্ছ করে হকিং চালিয়ে যান গবেষণা। তাঁর গবেষণা কৃষ্ণগহ্বরে আলো ফেলেছে, পদার্থ বিদ্যাকে পৌঁছে দিয়েছে ঘরে ঘরে। ২৪ বছরে পি এইচ ডি করেন। ১৯৮৮তে বিজ্ঞানী হকিংয়ের লেখা 'ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম'। গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম ওঠা বইটির ১০ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছে। অনুবাদ হয়েছে ৪০টি ভাষায়। অগণিত গ্যালাক্সি নিয়ে আমাদের মহাবিশ্ব। তার আদি, বিবর্তন ও অন্ত নিয়ে আমাদের অজস্র কৌতূহল। আইনস্টাইন সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব নিয়ে অভিকর্ষকে ব্যাখ্যা করেন। হকিং-এর গবেষণা থেকে কৃষ্ণগহ্বরকে বোঝার ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। হকিং বিকিরণ এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কনা-পদার্থ বিজ্ঞানের পরিসরে হকিং বিকিরণকে দেখা যেতেই পারে। বৈপরীত্য হকিং-য়ের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। গবেষণার প্রতি সরকারি মনোভাবের প্রতিবাদে হকিং তাদের দেওয়া খেতাবও অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব, উভয়ের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন হকিং। হকিং নোবেল পুরস্কার পান নি ঠিকই কিন্তু সেটা নোবেল কমিটির লজ্জা। তিনি একজন কিংবদন্তি। একবার হকিং সহকর্মীদের কাঁপাকাঁপা যান্ত্রিক কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমার সমাধি ফলকে যেন আমার সমীকরণটি-ই লেখা থাকে।' কি সেই সমীকরণ?

$$s = \frac{\pi A k c^3}{2hG}$$

যন্ত্র, গবেষণা যাপিত জীবনে ছায়া ফেলা মৃত্যুকে একাকার করে কালের যন্ত্রণায় ভেসে গেলেন স্টিফেন হকিং।

এটা কি গ্রামমুখী কেন্দ্রীয় বাজেট?

কিশোরকুমার বিশ্বাস

পূর্বে প্রকাশিতের পর

গ্রামীণ বিষয়টি ঠিক মত না হলে অর্থব্যবস্থায় অন্য প্রতিক্রিয়া আসতে পারে যা ক্ষতিকারক হবে। এছাড়া কৃষির পরিকাঠামো যথা-রাস্তা, বিপনন কেন্দ্র, স্টোরিং ব্যবস্থা, চাষের প্রয়োজনীয় রূপদানের সরবরাহ, আবহাওয়ার খবর দেওয়া, ইত্যাদি এখন ও অপ্রতুল।

এছাড়া গ্রামীণ শিল্পের বিষয়টিও জরুরি কারণ গ্রামীণ শিল্প এবং পরিষেবা কিন্তু বড় ক্ষেত্র। গ্রামীণ সংকট কাটাতে গেলে গ্রামীণ শিল্প এবং পরিষেবার দিকে নজর দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা—যা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিনিয়োগের ক্ষেত্র সেখানে অর্থবরাদ্দ এবারের বাজেটে খুব বেশি করা হয়নি। অথচ বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেছেন এই পরিচালনা তার লক্ষ্যের চেয়ে অনেক আগেই শেষ হবে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী অন্য একটি যোজনায় মাত্র ১,৩১৩ কোটি ধার্য করেছেন। বয়স্ক মানুষের পেনশনে এবং বিধবা ভাতার জন্য ধার্য করা হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় কম।

স্বাস্থ্যবিমা—এবারের বাজেটের সবচেয়ে আলোচিত ক্ষেত্র। ১০ কোটি গরীব পরিবারের প্রায় ৫০ কোটি মানুষকে বছরে ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবীমা নিশ্চই কঠিন সিদ্ধান্ত। প্রশ্ন হল কেবল অর্থের বরাদ্দ নয়। মূল সমস্যা হল জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্যের বিষয়ে উন্নতি করার এই পথ সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। জনস্বাস্থ্যের উন্নতি করা খুব জরুরি। এখনও মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার ইচ্ছা করে না। বিশেষ করে গরীব মানুষ। তাদের রোজগার কমে যাবার ভয় থাকে। এজন্য কেবল বিমা কোম্পানির উপর নির্ভর করা ভুল। বাজেটে চার শতাংশ 'স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা' সেস-এর উল্লেখ আছে। আগের ৩ শতাংশ শিক্ষা সেস অবশ্য বন্ধ হয়েছে। সেস-এর অর্থ কেন্দ্রীয় কোষাগারেই যায়। এই স্বাস্থ্যবীমার পরিকল্পনাটি রাজ্যের সঙ্গে বাঁধা হয়েছে। যদিও রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে এ বিষয়ে কোনও আলোচনা না করে করার জন্য অনেক প্রতিবাদ উঠছে।

তাই এবারের বাজেট গ্রামমুখী কতটা, সময়ই বলতে পারবে, অন্তত এমনি কিছু বলাটা কঠিন। শিল্পপতিরা এই বাজেটকে খুব ভালভাবে গ্রহণ করেনি বলেই খবর। কলকাতায়

যশোবন্ত সিনহা, যিনি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ছিলেন, এই বলে বাজেট-এর বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন —যে বাজেটে ঘোষণার সঙ্গে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকে সেটা কেবল রাজনৈতিক প্রচার পত্র। এই মন্তব্য অবশ্য অনেক অর্থনীতিবিদদেরও।

বাজেট প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেছেন, 'দেশে কৃষি উৎপাদন ঐতিহাসিক উচ্চতায় পৌঁছেছে। কিন্তু আমাদের দেশের ৮৬ শতাংশ কৃষকই হলেন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক। এবারের বাজেটে তাঁদের উন্নয়নকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।' দেশের প্রায় ৬৭ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন। যার মধ্যে আবার ৭০ শতাংশই কৃষির সঙ্গে জড়িত। পূর্ববর্তী শাসকদের আমলে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পকে উপেক্ষা করা হয়েছিল কিন্তু অরুণ তাঁর বাজেটে সেই গ্রামের মানুষের মন জয় করার লক্ষ নিয়েই বাজেট পেশ করেছেন। কৃষিক্ষেত্রে মধ্যস্থতা কারীদের এড়িয়ে কৃষকরা যাতে লাভের মুখ দেখতে পারেন তার জন্য কৃষিজ পণ্যের বাজার তৈরি করতে দু'হাজার কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, 'অপারেশন গ্রিন' খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। কৃষির বিষয়ে দুটি জিনিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'নূন্যতম সহায়ক মূল্য' দেড় গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। কৃষকরা যাতে পণ্যের উপযুক্ত দাম পান এবং চাষের প্রতি তাঁদের উৎসাহ বজায় থাকে। এটা যথেষ্ট প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। এখানে একটি সমস্যাও রয়েছে, 'নূন্যতম সহায়ক মূল্য' পেতে হলে সরকার যেখান থেকে শস্য সংগ্রহ করছে, সেই পর্যন্ত কৃষকদের পৌঁছতে হবে। যেটা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের পক্ষে সম্ভব নয়। যারা অল্প পণ্য উৎপাদন করেন তাদের কি হবে?

অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির এই বাজেট যথেষ্ট সাহসী এবং ব্যতিক্রমী, নিঃসন্দেহে। যদিও পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে কৃষিক্ষেত্রে বার্ষিক আয় গড়ে কমতে পারে ১৫-১৮ শতাংশ। সেকারণেই বাজেটে কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

তাই আমাদের হয়তো দেশের ভাল দিকে আশা করে তাকিয়ে থাকতে হবে পরের বাজেটের দিকে।

সমাপ্ত

কবি কালিদাসের চাতুরি

কালিদাস চক্রবর্তী

প্রাত্যহিক জীবনে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ে অনেক আলোচনাই তো হয়েছে। কি বিষয়ে লিখবো ভাবতে বসেছি। হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল ছোটবেলায় ছাত্রাবস্থায় আমার বাবা কাছে শোনা একটা গল্প। ২৫ শে মার্চ, ১০ই চৈত্র আমার বাবার মৃত্যু দিবস। তারই প্রাক্‌কালে তাঁর মুখে শোনা গল্প লিখে ভাবলাম তারই স্মৃতি তর্পণ করি। পাঠকদের এই ভিন্ন স্বাদের গল্প কেমন লাগবে জানি না। তখনকার দিনের অর্থাৎ আজ থেকে ৭০/৭৫ বছর আগের শিক্ষকরা নীরস পাঠ দিতেন না। সাময়িক বিরতিতে গল্প বলে, রসিকতা করে মনটাকে সতেজ করে দিতেন। এই পর্যন্ত ভূমিকা করে এইবার গল্প শুরু করছি।

প্রাচীনকালে আনুমানিক খৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভোজ রাজ্যের রাজা ছিলেন ভোজ। তাঁর রাজধানী ছিল ধারানগরী। এর পিতার নাম ছিল সিন্ধুল, মাতা সাবিত্রী। এঁর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর পিতৃব্য মুঞ্জ তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য হননি। ভোজরাজ নিজে বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং বিদ্যোৎসাহীও ছিলেন। তাঁর সভায় বান, সুবন্ধু, অমর, বররুচি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁর সভাসদ ছিলেন।

ভোজরাজ নিজেও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কথিত আছে তাঁর সভায় চারজন শ্রুতিধর পণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে প্রথমজন কোন কিছু একবার শুনলেই হুবহু বলে দিতে পারতেন। দ্বিতীয়জন দুবার শুনলেই তা আবৃত্তি করতে পারতেন। তৃতীয়জন তিনবার শুনেই নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারতেন। এইভাবে চতুর্থজন চারবার শুনে সম্পূর্ণ উক্তি মুখস্থ বলতে পারতেন। ভোজরাজ এঁদের নিয়ে খুব গর্ব করতেন এবং অনেককে ঠকাতেন। একবার তাঁর ইচ্ছা হল একটু মজা করার।

ভোজরাজ তাঁর কর্মচারীদের দ্বারা ঘোষণা করে দিলেন, "আমার রাজ্যের পণ্ডিতদের মধ্যে যিনি আমাকে নতুন শ্লোক শোনাতে পারবেন তাঁকে আমি একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেব।" ভোজরাজ

নিশ্চিত ছিলেন এই পুরস্কারে কেউ জিততে পারবে না।

কারণ, যখনই কোন পণ্ডিত শ্লোক আবৃত্তি করবেন, সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত (রাজসভার শ্রুতিধর) তা হুবহু বলে দেবেন। উক্ত ঘোষণা রাজ্যের প্রত্যেকটি প্রান্তে প্রচার করা হল। সঙ্গে আরও একটি শর্ত যোগ করা হল। ভোজরাজের সভায় প্রবেশ করতে ফটকে দণ্ডায়মান প্রহরীদের প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে হবে। অর্থাৎ যিনি প্রবেশ করবেন তিনি যেন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি হন। এই ঘোষণা শুনে পুরস্কার অর্থের লোভে বড় বড় সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা একে একে রাজপ্রাসাদে আসতে শুরু করলেন। অবশ্যই তার আগে তাঁরা বাড়িতে বসে নতুন শ্লোক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার দিন উপস্থিত হল। পণ্ডিতরা সারি দিয়ে ফটকের বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এক এক জন করে দ্বারীর কাছে এগিয়ে যান এবং তাকে সন্তুষ্ট করে রাজসভায় প্রবেশ করেন। রাজা প্রশ্ন করেন, "আপনার নতুন শ্লোক আমাকে শোনান।" আগন্তুক সযত্নে স্বরচিত শ্লোক আবৃত্তি করেন এবং আশান্বিত হন। কিন্তু তিনি আবৃত্তি করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম শ্রুতিধর পণ্ডিত বলেন, "এ আর নতুন কী হল ! এ শ্লোক তো আমিও জানি।" এই বলে তিনি শ্লোকটি নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করলেন। দ্বিতীয় পণ্ডিতও বললেন তিনিও এই শ্লোক জানেন, কারণ তিনি দুবার শুনেছেন। এইভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ পণ্ডিত একই কথা বললেন। অতএব আক্রান্তকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হল। এইভাবে সারাদিন ধরে অনেক পণ্ডিত এলেন এবং উক্ত শ্রুতিধর পণ্ডিতদের কৌশলে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন। ভোজরাজ মনে মনে খুব খুশী হলেন এইভেবে যে তাঁর ঘোষিত পুরস্কার কেউ পেল না।

প্রায় অপরাহ্নের দিকে কবি কালিদাস ছদ্মবেশ ধারণ করে ভোজরাজের সভায় যাওয়ার উদ্যোগ নিলেন। তিনি রাজার শ্রুতিধর পণ্ডিতদের কথা জানতেন। তাই তাদের জব্দ করার জন্য উপযুক্ত এক শ্লোক রচনা করলেন। মাথায় পাগড়ি পরে, গায়ে উত্তরীয় জড়িয়ে, সরস্বতীর নাম স্মরণ করে তিনি রাজপ্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হলেন। দ্বাররক্ষীরা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য একটা শ্লোক শুনতে চাইল। কবি কালিদাস তাদের ঠকানোর জন্য লঘুভাবে পাণিনি ব্যাকরণের এক শ্লোক বললেন,

"স্যুরুত্তর পদে ব্যাঘ্রঃ পুঙ্গবর্ষভঃ কুঞ্জরাঃ।
সিংহ শার্দূল-নাগাদ্যা পুংসি শ্রেষ্ঠার্থ-বাচকাঃ।।"

এই শ্লোক শ্রবণ করে দ্বাররক্ষীরা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে রাজ সভাগৃহে প্রবেশের অনুমতি দিল। অতঃপর কবি কালিদাস সভাগৃহে উপস্থিত হয়ে রাজার অনুমতি প্রার্থনা করলেন নতুন শ্লোক আবৃত্তির জন্য। রাজা তাঁকে অভিনব শ্লোক আবৃত্তি করতে অনুরোধ করলেন। কবি মাথা নত করে রাজার উদ্দেশ্যে স্বরচিত নূতন শ্লোক শুরু করলেন।

"স্বস্তি শ্রী ভোজরাজঃ ত্রিভুবনবিজয়ী
সত্যবাক্ ধার্মিকশ্চ।
পিত্রা তে মে গৃহীতা নবনবতি যুতা
রত্ন কোটি মদীয়া।।
ত্বাং ত্বং মে ন সকলবুধগণৈঃ
জ্ঞানমতে সত্যমেতদ্।
না বা জানন্তি কেচিদ্ নবকৃতমিতিচেৎ
দেহি লক্ষং ততো মে।।

অর্থাৎ, কবি ভোজরাজের স্তুতি করে তাঁকে সত্যবাদী এবং ধার্মিক রূপে বর্ণনা করলেন। পরে বললেন যে রাজার পিতা কবির কাছ থেকে নিরানব্বই কোটি স্বর্ণমুদ্রা ঋণ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। একথা শুধু তিনি এবং আমি নয়। আপনার সভায় উপস্থিত পণ্ডিতগণও জ্ঞাত আছেন। তবে তাঁরা যদি বলেন যে এ তথ্য তারা জানেন না, তাহলে আমার এই কবিতা অভিনব স্বীকার করে আমাকে প্রতিশ্রুত লক্ষমুদ্রা দেওয়া হোক।

এই শ্লোক শ্রবণে রাজা স্বয়ং এবং পণ্ডিতগণ প্রমাদ গুণলেন। কারণ রাজার শ্রুতিধর পণ্ডিতচতুষ্টয় এ বিষয়ে অবগত তাদের মেধার গুণে। অতএব শ্রুতিধর পণ্ডিতগণ এবং রাজা বললেন যে তাঁরা ঐ ৯৯ কোটি স্বর্ণঋণের কথা জানেন না। তখন কবি কালিদাস বললেন, তাহলে আমার শ্লোকটি অভিনব গণ্য করে আমাকে একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হোক। ভোজরাজ মনে মনে নিজেকে পরাস্ত মনে করে কবির শ্লোককে অভিনব আখ্যা দিয়ে তাঁকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার দিলেন এবং তাঁর বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

কবিতা

স্মৃতি

অনির্বাণ কর

চব্বিশ বছর ধরে আমার হাতে শোভা পেয়ে
বহু সুখ-দুঃখ চোখের জল আর হতাশার সাক্ষী থেকে

আমারই মতো জীর্ণ তুমি
আজ আবার নতুন রূপে

পুরোপুরি না হলেও অনেকটা—
বন্ধু হোক বা মানুষ
খারাপ হলে

ভালবাসা দিয়ে সারিয়ে তোলাই রীতি,
আর তুমি তো শুধু ঘড়ি নও
আমার চলে-যাওয়া ঠাকুরমার স্মৃতি।

পারিনি

ইন্দ্রজিৎ আইচ

এখনও কিছু লিখে উঠতে পারিনি।
কিছু এখনও ভাবিনি তোমার জন্য।
শব্দ, বর্ণ অক্ষরের মানে বুঝতে পারিনি।
এখনও পায়ের তলায় শক্ত মাটি খুঁজে পাইনি।

এখনও কিছু শিখে উঠতে পারিনি,
বুঝে উঠতে পারিনি কি আমাদের প্রতিবাদের ভাষা ?
শব্দের বর্ণমালা দিয়ে কবিতা নির্মাণ করতে পারিনি,
হয়তো এখনও নিজেকে চিনে উঠতে পারিনি।

এখনও প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাই নিজের সাথে।
জীবনযুদ্ধে নিজেকে জয়ী ঘোষণা করতে পারিনি,
পারিনি বলেই তোমার হাত ধরতে পারিনি,
আমার ব্যর্থ ভালবাসায় ঘর বাঁধতে পারিনি।
এখনও বুঝে উঠতে পারনি জীবনের মানে।
সৃষ্টি সুখে ভর করে ভেসে যেতে পারিনি আনন্দে।
আজও আমার মনে অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাইনি।
আমার পথ চলার ব্যর্থতা আজও ঢেকে উঠতে পারিনি।

বিধাতার পরিহাস

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য

প্রথম প্রেমের পরশ আমার সমস্ত মন জুড়ে
ভালবাসার রঙীন নেশা বাজে মধুর সুরে
হাসি কান্না গল্প কথায় সময় বয়ে যায়

বাস্তব আর কল্পনারই মিলন যে না হয়
যৌবন তার গতি হারিয়ে বার্ধক্যে বয়
সময় ঘড়ির কাঁটার ফাঁদে প্রেম থমকে রয়

চাকরির খোঁজে শুকতলাটি ঘষতে থাকে রোজ
ফুচকা মুড়ি আর বাসভাড়াটাও হায় মনে হয় বোঝা
রোজকার সেই একখেয়ে সুরে বিয়ে বায়না খানি

দু'কামড়ার ছোট্ট ঘরে জায়গা যে নেই জানি
আশায় আশায় মিথ্যে ভাষায় বছর কয়েক পার
মোটা মাইনের পাত্র এসে পরায় সোনার হার

সেদিন হঠাৎ খাম খুলে পাই চাকরির আহ্বান
বিধাতার এই পরিহাসে বুক ভেঙে খান খান।

স্টেডিয়াম

ফিকরু মহামেডানে

নিজস্ব প্রতিনিধি-উইলিস প্লাজাকে ছেড়ে দিয়েছে মহামেডান। সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে নিয়ে আসা হচ্ছে ফিকরু তোফেরাকে। ফিকরু আই এস এলের শুরুতে এটিকে-র হয়ে অনেক গোল করেছিলেন। সেই সময়ের এটি কে-র কোচ আন্তোনিও হাবাসের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়াতে ইথিওপিয়ার এই ফুটবলার কলকাতা ছেড়েছিলেন। ফিকরু খেলেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ডিভিশনের ক্লাব হাইল্যান্ড পার্ক ক্লাবে।

বাতিল সর্দার

নয়াদিল্লি-কমনওয়েলথ গেমসের জাতীয় হকি টিম থেকে সর্দার সিংকে বাদ দিয়ে দিলেন কোচ সোয়োর্দ মারিন। দলে ঢুকলেন এম ভি সুনীল। আঠারো জনের টিমে নতুন মুখ দিলপ্রীত সিং ও বিবেক নাগর। কোচ জানালেন, 'এই বাদ পড়ার পেছনে পারফরম্যান্স ছাড়া অন্য কোনও কারণ নেই।' সর্দারের জায়গায় দলের নেতৃত্ব করবেন মনপ্রীত সিং। এবার গোল্ড কোস্টে কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের গ্রুপে পাকিস্তান, ওয়েলশ, মালয়েশিয়া ও ইংল্যান্ড রয়েছে।

পেজকে নিয়ে অশান্তি

কলকাতা-লিয়েন্ডার পেজকে দলে নেওয়া নিয়ে ভারতের ডেভিস কাপে পুরনো অশান্তি ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ফলে চূড়ান্ত দল নির্বাচন করার বিষয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত চিনের বিরুদ্ধে ভারতের হয়ে কারা মাঠে নামবেন, তাও অনিশ্চিত। লিয়েন্ডারের সঙ্গে খেলতে চাইছেন না বোপান্না। অন্যদিকে কোচ জিশান আলি জানান, 'দেশের সেরা তিন সিঙ্গলস খেলোয়াড় এবং সেরা তিনজন ডাবলস খেলোয়াড়কে দলে রাখা হয়েছে। লিয়েন্ডার ও রোহন ডাবলসে খেললে আমাদের জেতার সম্ভাবনা রয়েছে।' টেনিস মহলের ধারণা লিয়েন্ডারকে আটকানোর একটা চেষ্টা চলছে।

দারুণ প্রত্যাবর্তন সেরিনার

ইন্ডিয়ান ওয়েলস-গত মরসুমে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে মেয়েকে গর্ভে নিয়েই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন সেরিনা উইলিয়ামস। এরপর ১৪ মাস কোর্টের বাইরে ছিলেন তিনি। যদিও কোর্টে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম ম্যাচটা সেরিনা হেরেছিলেন ডাবলসে। ইন্ডিয়ান ওয়েলসে অবশেষে তিনি জয়ের মুখ দেখলেন। ২৩টি গ্র্যান্ডস্ল্যাম জয়ী সেরিনা আজারেঙ্কাকে ৭-৫, ৬-৩ হারিয়ে দেন। এতদিন পর স্টেট সেটে জয়ের উৎসবের মধ্যেই অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখে পড়তে হল তাঁকে। প্রশ্নটা ছিল 'টি ইউ আই' ব্যবহার করা নিয়ে। সেরিনা সুস্থ হওয়ার জন্য এই নিষিদ্ধ তালিকায় থাকা ওষুধটি ব্যবহার করেছিলেন। মার্কিন তারকা মনে করেন, রোগের সঙ্গে লড়াই করার জন্য এই ওষুধ ব্যবহার করে তিনি কোনও অন্যায় করেননি।

শিরোনামে বিরুষ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি-মাঠে যখন তিনি খেলেন, তখন শিরোনামে থাকেন। ক্রিকেটের বাইরে ছুটিতে থাকলেও প্রচার মাধ্যমের ক্যামেরা তাঁদের দিকেই থাকে। এরা হলেন, বিরাট ও অনুষ্কা, বিরুষ্কা। ছুটি কাটানোর সময় বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন বিরুষ্কা। অল্প সময়ের মধ্যেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। যে ছবিতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দু'লাখ 'লাইক' পড়ে যায়। দু'হাজার জনের ওপর যে ছবি 'শেয়ার' করেন।

জিত সিন্ধুর হার সাইনার

ইংল্যান্ড-অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন-শিপের প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিলেন সাইনা নেহওয়াল। বিশ্বের এক নম্বর তাই জু ইং-এর কাছে হারলেন সাইনা। সাইনা হারলেও দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন পি ভি সিন্ধু এবং কিদম্বি শ্রীকান্ত। তাঁরা দুজন জিতবেন, এটা ধরে নিয়েছিলেন সমর্থকরা, কারণ তাদের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিপক্ষ ছিল না। তবে সাইনার লড়াইটা ছিল যথেষ্ট কঠিন। জু-এর বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়াইয়ে সাতবার হেরেছেন সাইনা। জু-এর রক্ষণভাগ ছিল যথেষ্ট কঠিন।

থিম সং বাংলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি-আই পি এলের থিম সং কখনও বাংলায় হয়নি। এবার এই থিম সং বাংলা সহ পাঁচটি আঞ্চলিক ভাষায় করা হচ্ছে। এগুলো হল হিন্দি, বাংলা, তামিল, কানাড়া ও তেলেগু। অতীতে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি আঞ্চলিক ভাষায় নিজেদের টিমের থিম সং তৈরি করেছে।

ক্রিকেট কলঙ্ক

পকেটে কি লুকোচ্ছেন ব্যানক্রফ্ট?

এডিলেড-বল বিকৃতি কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ার দায়ে অনেক মূল্য দিতে হল অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ এবং ডেভিড ওয়ার্নারকে। দুজনের ক্রিকেটের জীবনে এখন বড় প্রশ্নচিহ্ন। আই পি এলে রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়কত্ব গেল স্মিথের। তাঁর জায়গায় অধিনায়ক হয়েছেন অজিঙ্ক রাহানে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে তৃতীয় টেস্টে। বল বিকৃতি করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড় ক্যামেরন ব্যানক্রফ্ট। স্মিথ ভেবেছিলেন, সত্যি কথা বললে হয়তো তাঁর শাস্তি কমবে।

খালিদের পাশে

নিজস্ব প্রতিনিধি-খালিদ জামিলকে পাশে বসিয়ে প্রেস মিট করলেন ইস্টবেঙ্গলের নবনিযুক্ত টি ডি সুভাষ ভৌমিক। প্রেস মিটের আগে খালিদের সঙ্গে একান্তে ঘণ্টা খানেক কথা বলেন সুভাষ ভৌমিক। খালিদকে কথা দিয়েছেন সুভাষ ভৌমিক। দু'জনে মিলেই ক্লাবের সমস্যার সমাধান করবেন। সুভাষ আসাতে ইস্টবেঙ্গল যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

দুই বোনের লড়াই

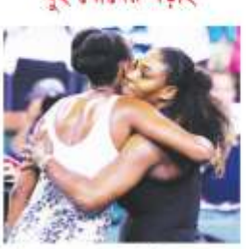

ইন্ডিয়ান ওয়েলস-দিদি ভেনাস উইলিয়ামসের কাছে হেরে গেলেন সেরেনা। ইন্ডিয়ান ওয়েলসে এটা ছিল দুই বোনের ২৯তম সাক্ষাৎ। এর মধ্যে সেরেনা এগিয়ে রইলেন ১৭-২২।

নেতৃত্বে রানি

নয়াদিল্লি-কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় মহিলা হকি দলের নেতৃত্ব দেবেন রানি রামপাল। দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে সিরিজ জিতে বাড়তি অনুপ্রেরণায় টগবগ করছে ভারতীয় মহিলা হকি দল।

বাদ জয়ের নায়ক

মাঠে মেজাজ হারালেন রাবাডা

পোর্ট এলিজাবেথ-পোর্ট এলিজাবেথে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো দক্ষিণ আফ্রিকা। দুই ইনিংসে ১১ উইকেট নিয়ে জয়ের নায়ক কাগিসো রাবাডা। ১২ মার্চ আই সি সি ঘোষণা করেছে, আচরণ বিধি ভাঙার দায়ে আগামী ২টি টেস্ট-এর জন্য সাসপেন্ড করা হল রাবাডাকে। এই পোর্ট এলিজাবেথেই দু'বার অভব্য আচরণের দায়ে পড়লেন এই পেসার। প্রথম ইনিংসে স্টিভ স্মিথকে ধাক্কা তারপর আবার ডেভিস ওয়ার্নারের সঙ্গে ঝামেলা।

মুক্ত কর, মুক্ত কর, অন্ধকারের এই দ্বার.....

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত ফাগুন উৎসবের মঞ্চে শিক্ষানুরাগী বিনয়কুমার ঘোষকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন সংগঠনের সহ-সভাপতি ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি। মঞ্চে রয়েছেন সম্পাদক সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। নিজস্ব চিত্র

ভাদা নিবসে টালা ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে লাইব্রেরি উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে সঞ্জীব আচার্য্য। নিজস্ব চিত্র

লাইফ-এর সাতাশ বছর জন্মদিন এবং বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। উপস্থিত রয়েছেন প্রদীপ দাঁ এবং লাইফ-এর সম্পাদক কমল কৃষ্ণ কর। নিজস্ব চিত্র

হরিসভা হাটখোলা ও পাইকারী ব্যবসায়ী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে রক্তদান শিবির। উপস্থিত রয়েছেন সমিতির সম্পাদক কানাইলাল সাহা সঙ্গে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক এবং অন্যান্য সদস্যরা। নিজস্ব চিত্র

ডগলিতে বোড়হল সমাজ কল্যাণ সংঘের থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরে সম্পাদক রীতেশ ঘোষের সঙ্গে সংগঠনের সদস্যবৃন্দ এবং মঞ্চে রয়েছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সহ অন্যান্যরা। নিজস্ব চিত্র

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে এবং রাজ্য সরকারের বনদপ্তরের সহযোগিতায় সুন্দরবনের ঝড়খালিতে নিঃখরচায় স্ক্রিন ও চোখের চিকিৎসা শিবিরে সংগঠনের সদস্যবৃন্দ। নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি ?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি ? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ শেখর ঘোষ, ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা ও অজয় চৌবে

সদস্যবৃন্দ ১) অশিস সাহা ২) কেশব কান্তি বিশ্বাস ৩) স্বরূপ বোস ৪) রুত্র রায় ৫) রজত বোস ৬) ইন্দ্রনীল চাটার্জি ৭) দেবশঙ্কর নন্দী ৮) দীপঙ্কর মিত্র ৯) বৃদ্ধদেব বক্সি ১০) তপন ব্যানার্জী ১১) অশোক পাল ১২) অনুপম দাস ১৩) সৈকত মুখার্জী ১৪) সোনালী বিশ্বাস ১৫) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ ১৬) সঞ্জয় সাহা ১৭) পার্থ দাস ১৮) সঞ্জয় সেনগুপ্ত ১৯) বিভাস সুর ২০) অপূর্ব রায় ২১) এস কে নাজিবুর রহমান ২২) শিল্পী মুখার্জী ২৩) সন্দীপ মিল ২৪) অমল বোস ২৫) বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত ২৬) তপন কুমার ঘোষ ২৭) তাপস কুমার চক্রবর্তী ২৮) রিজা বিশ্বাস ২৯) গৌতম সুন্দর ৩০) শোভন চক্রবর্তী ৩১) মিনাক্ষী পাল ৩২) নমিতা পাল ৩৩) রামকৃষ্ণ বসাক ৩৪) মালঞ্চ সাহা ৩৫) রীতা দাস ৩৬) বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী ৩৭) ইরা দত্ত ৩৮) প্রিয়জিত ভৌমিক ৩৯) শান্তি ব্যানার্জী ৪০) রীতেশ ঘোষ ৪১) শীলা নন্দী ৪২) অমিতাভ সিনহা ৪৩) দেবাশিস ভট্টাচার্য ৪৪) ডাঃ শুভাশিস ভট্টাচার্য ৪৫) শুভাশিস সুর ৪৬) পুলক কুমার সুর ৪৭) সমীরণ গুহ রায় ৪৮) রুপা ব্যানার্জী ৪৯) ডাঃ রবীন্দ্রনাথ সরকার ৫০) প্রদীপ কুমার দাঁ ৫১) মঞ্জুশ্রী সাহা ৫২) মিশ্পি রাহা ৫৩) দেবাশীষ দাস ৫৪) নমিতা রায় ৫৫) রাজা কর ৫৬) ডাঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী। ৫৭) অশিস ভট্টাচার্য ৫৮) কমলকান্তি ঘোষ ৫৯) বনিতা দাস ৬০) অসীমা ভড় ৬১) আলোকনা সিকদার ৬২) মধুমিতা পাত্র ৬৩) শুভময় কুণ্ডু ৬৪) সুদীপ্তা কর্মকার ৬৫) গোপাল সাহা ৬৬) তাপস মুখার্জি ৬৭) উমেশ গুপ্তা ৬৮) মধু শেঠ ৬৯) অনুপম রায় ৭০) শরদিন্দু চ্যাটার্জি ৭১) বৃদ্ধদেব শর্মা এবং ৭২) টিম আহ্বান।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা- ৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০,৬৫৭২,৯৮৩০৫ ৬০২৯৬, ৯৪৩৩০ ৯৮০২২

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 033 2543 6465/ 98305 60296/ 98315 77444,